ই নথিতে জারীকৃত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
www.debidwar.comilla.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪২.১৯৪০.০০০.৯৯.০২৫.১৯.৬২১

তারিখ: ৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
১৯ নভেম্বর ২০১৯

বিষয়: **নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মনিটরিং প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র:

মহোদয়ের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ই মেইল বার্তা।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিত্য পণ্য দ্রব্যের বাজার মূল্য মনিটরিং এর লক্ষ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক অদ্য ১৯/১১/২০১৯খ্রিঃ তারিখ বিকাল ০৩ ঘটিকার সময় উপজেলা সদরসহ পাশ্ববর্তী হাট বাজার সমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী উপজেলা সদরসহ পার্শ্ববর্তী বাজার সমূহে পেয়াজের কোন ডিলার নেই। তবে প্রতিকেজি পেয়াজের খূচরা মূল্য- ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা বিক্রয় হচ্ছে । তাছাড়া দেবিদ্বার উপজেলা সদরে মেসার্স অপু এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ ইকবাল হোসেন অপু, ও এন এস ট্রেডার্স, প্রোঃ পলাশ দত্ত নামে যথাক্রমে ফ্রেশ ও বিএমসি কোম্পানীর ২জন লবনের ডিলার আছে। অদ্য বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত তাদের নিকট পরিমান ১৪,৬৯০ কেজি লবন মজুদ পাওয়া যায়। অদ্য তারিখে পাইকারী পর্যায়ে প্রতি কেজি ফ্রেশ লবন ২৬ টাকা এবং বিএমসি লবন প্রতি কেজি ২৫.৪০ টাকা দরে বিক্রয় হয়েছে। তাছাড়া উপজেলা সদরসহ পাশ্ববর্তী বাজার সমূহে লবনের খূচরা মূল্য ছিল প্রতি কেজি ৩৫ টাকা। পেয়াজ ও লবনের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে উপজেলাধীন প্রতিটি ইউনিয়নে মাইকে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কেহ যদি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে নিত্যপণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির চেস্টা করে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে প্রচার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দেবিদ্বার উপজেলা সদরসহ উপজেলাধীন বিভিন্ন হাটবাজার সমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়াজ ও লবন মজুদ আছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়। উপরোক্ত প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

১৯-১১-২০১৯
রাকিব হাসান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার

জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা

দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী কমিশনার, ব্যবসা ও বাণিজ্য শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা